# দুদু মিয়া
# একজন সফল উদ্যোক্তার স্বপ্ন পূরণের লড়াই

দুদু মিয়া একজন সফল মুরগির খামারি। কালকিনি উপজেলাধীন এনায়েত নগর ইউনিয়নের দরিচর গ্রামে যার যাত্রা শুরু।
পিতা মোঃ এসকান্দার মৃধা মাতা মনোয়ারা বেগমের ১১ সন্তানের একজন দুদু মিয়া ১৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১১জন। দুদু মিয়া এক ভাই, এক বোন ও বাবা-মায়ের সাথে বসবাস করতেন। দুদু মিয়ার বাবা পৈত্রিক জমিতে ফসল ফলানোর পাশাপাশি দিন মুজুরের কাজ করতেন। অনেক সন্তানের সংসার, আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। ফলে সংসারে অভাব লেগেই ছিল। এভাবেই বড় হয়েছেন তারা।

অল্প বয়সেই দুদু মিয়া ভিন্ন কিছু করতে চান। ব্যবসা করে উন্নতি করার কথা ভাবেন। তার মা ছিলেন কালকিনি ব্রাঞ্চের নীলিমা মহিলা সমিতির সদস্য। স্বাভাবিক ভাবেই ঋণ কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। তিনিও আয় রোজগারের গুরুত্ব বোঝেন। দুদু মিয়া ঠিক করেন, স্থানীয় খামারীদের কাছ থেকে মুরগি কিনে নিয়ে শহরে বিক্রি করবেন। সন্তানের ব্যবসার জন্য ২০১৫ সালে নীলিমা মহিলা সমিতি থেকে ৫০,০০০ টাকা জাগরণ ঋণ নিয়ে ছেলেকে ব্যবসা করতে সাহায্য করেন। তবে এ ব্যবসায় পরিশ্রমের তুলনায় খুব একটা সফলতা আসে না। ২০১৬ সালে দ্বিতীয় দফায় ৮০,০০০ টাকা জাগরণ ঋণ গ্রহণ করে বসত বাড়ির পাশে একটি টিনের চালা তৈরী করে পল্ট্রি খামারের কাজ শুরু করেন। অল্প দিনের মধ্যেই মুরগি বিক্রির টাকা হাতে আসে। এবার কিছুটা সফলতা দেখা যায়।

২০১৭ সালে দুদু মিয়া নিজেই অগ্রসর কম্পোন্যান্টে ভর্তি হন এবং প্রথম দফায় ১,৯২,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি নতুন ঘর তৈরী করেন। সেই ঘরে পাঁচ'শ লেয়ার মুরগি পালন শুরু করেন। ক্রমে তার খামার একটি পূর্ণ খামারে পরিণত হতে থাকে। আয় বাড়তে থাকে, ঋণ শোধ হয়ে যায়। ২০১৮ সালে দ্বিতীয় দফায় ২,১৬,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে আট শতাংশ জমি ক্রয় করেন। এবং নতুন করে এক হাজার লেয়ার মুরগি ক্রয় করেন। অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে খামারে কাজ করার জন্য দু'জন সার্বক্ষণিক শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন। পরিবারের সম্পদ বাড়ছে।

২০১৯ সালে তৃতীয় দফায় ২,৫২,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন নতুন করে ১,৭৫০ টি মুরগি ক্রয় করেন এবং নতুন করে আরো এক জন শ্রমিক নিয়োগ দেন। তিনি খামার সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখেন। করোনার ধাক্কায় কিছুটা পিছু হটতে হয়েছে, তবে সে ধাক্কা তিনি সামলে নিয়েছেন।

২০২১ সালে চতুর্থ দফায় ৩,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে নতুন করে ৫,০০০ লেয়ার মুরগির বাচ্চা ক্রয় করেন এবং আরও দুই জন সার্বক্ষণিক শ্রমিক নিয়োগ দেন। ক্রমবর্ধমান গতিতে তার খামার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২০২৩ সালে বর্ধিত অংকে ঋণ নিয়েছেন। খামারের পরিধি বেড়েছে, বেড়েছে কর্মসংস্থান ও মুনাফা।

লেয়ার মুরগীর খামারে ৮,০০০ টি বড় মুরগী এবং ৫,০০০ টি লেয়ারের বাচ্চা আছে। প্রতি দিন খামার থেকে ৭,৫০০টি ডিম পাওয়া যায়। ৯ জন শ্রমিক সার্বক্ষণিক খামারে কাজ করেন। অন্য মানুষের কর্মসংস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ বলে মনে করেন তিনি। শ্রমিকদের পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য আছে। এরকম পরিবর্তন আর্থিক ক্ষমতার পাশাপাশি মানুষ হিসেবে সামাজিক মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। অথচ, কারসায় সদস্য হওয়ার সময় তার পুঁজি ছিল মা-বাবার দেয়া বর্তমানে ৫৮ শতাংশ জমি। আর এখন তিনি প্রতিষ্ঠিত খামারি। বিয়ে করেছেন, সন্তানদের দিকে খেয়াল রাখতে পারছেন। তার এই সফলতার চিত্র আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

দুদু মিয়া মনে করেন প্রচেষ্টা থাকলে মানুষ হারে না, উন্নতি অবশ্যই হয়।